মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের উদ্যোগে মুজিবনগর মুক্ত দিবস পালন

রবিবার ৬ ই ডিসেম্বর মুজিবনগর মুক্ত দিবস ১৯৭১ সালে এই দিনে মেহেরপুর মুজিবনগর পাক হানাদার মুক্ত হয়।এই দিনটি কে স্বরণ করতে মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট র্র্যালী, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে।

এ উপলক্ষে ৬ ডিসেম্বর রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বজারস্হ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপ্লেক্স ভবনেরর সামনে থেকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে একটি র্র্যালী বের করা হয়।

র্র্যালীটি কেদারগঞ্জ মোড় প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতি কমপ্লেক্সের সামনে এসে তা শেষ হয় এবং সেখানে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

পরে মুজিবনগর উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে স্মৃতি কমপ্লেক্স ভবনের ভেতর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার প্রতিনিধি এস আই আরিফ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, লুৎফর রহমান সহ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজাদের সন্ধান চাই তার পরিবার

মো: আজাদ রহমান (৪৮) নামের এক ব্যক্তি হারিয়ে গেছে, পিতা মো: আব্দুস সালাম, মাতা মোছা: মৌরিয়ম নেছা, গ্রাম: শ্যামপুর, ইউনিয়ন: আমঝুপি, পোস্ট: আজিজা বাদ, থানা ও জেলা মেহেরপুর। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোন সুহৃদয়বান ব্যক্তি সন্ধান পান তাহলে যোগাযোগ করুন ০১৭৫৯-০৫৮৫৩৫ এই নাম্বারে।

মেহেরপুরে ইটভাঙ্গা মালিক সমিতির নির্বাচন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাঙ্গা মালিক সমিতির সাধারণ নির্বাচন ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার হাসপাতাল রোড মেহেরপুর সদর উপজেলার ইট ভাঙ্গা মালিক সমিতির প্রধান কার্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে ১ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে জয়লাভ করেন মোঃ বোরহানুল আজিম রিয়াদ, সহ-সভাপতি মোঃ ছালিকুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশাররেফ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুস সালাম, কোষাধক্ষ্য মোঃ রাকিবুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত, প্রচার সম্পাদক মোঃ জাকারিয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ সন্টু মিয়া এবং মোঃ সেন্টু প্রমুখ।

গাংনীর রাস্তার কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহারের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার চোখতোলা ধর্মচাকী রাস্তার কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ফলে ১২ঘন্টা পার হতে না হতে খোয়া উঠতে শুরু করেছে।

চোখতোলা ধর্মচাকী ১৫০০মিটার রাস্তা পাকাকরণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রায় ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদার উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আঁতাত করে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল দিয়ে রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ শেষ করেন। প্রথম থেকেই স্থানীয় লোকজন কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কেউ তা কর্ণপাত করেননি।

গত বৃহস্পতিবার সকালে কাজ শেষের মাত্র ১২ঘন্টার মাথায় রাস্তার কার্পেটিং ওঠে গেলে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। রাস্তা নির্মাণে অনিয়ম হলে শনিবার বিকেলে কাজের সাইডে দেখা গেছে নির্মাণ কৃত রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে সংস্কার করছেন ঠিকাদার।

সৈনিক লীগ নেতা জিয়াউল হক জিয়া বলেন, কাজটি করেছেন স্থানীয় ঠিকাদার মকলেছুর রহমান। রাস্তাটি পাইলিংএজিংগের সময় রাস্তার পার্শে আড়াই ইঞ্চি দূরে দূরে ইট দেওয়া হয়েছে। এছাড়ও ২নংও ৩নং ইটের খোয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমানে রাস্তাটিতে কার্পেটিংয়ে কাজ চলছে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহার করার কারণে ১২ঘন্টা পার হতে না হতে খোয়া উঠতে শুরু করেছে। রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলেও উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ কাজ তদারকী না করে অফিসে বসে থাকেন।

এ কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলে বলেন, ঠিকাদার মকলেছুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি নির্মাণ করছেন সে রাস্তায়

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা করেছে। বর্তমানে কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহার করছে। ফলে রাস্তার খোয়া উঠতে শুরু করেছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ যোগদান করার পর থেকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। বিষয়টি এলাকাবাসী এলজিইডি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছেন।

এনিয়ে ঠিকাদার মখলেছুর রহমান জানান, কাজ খারাপ করা হয়নি। বিটুমিনের চেয়ে মবিলের দাম বেশি। তাই বিটুমিন কম দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ ঠিক না। অন্যান্য জায়গার তুলনায় কাজ ভাল হচ্ছে।

এব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, রাস্তায় বিটুমিনের পরিমাণ কম দেয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেতে পারে।

শুক্রবার আমি কাজের সাইডে যেতে পারিনি শনিবার সকালে আমি গিয়েছিলাম। কোন কোন জায়গায় কিছুটা খারাপ ছিল। আমি আমার স্টাফকে নির্দেশনা দিয়েছি। এখন থেকে আর রাস্তার কাজ নিম্নমানের হবে না। ১ মাস না হলে বোঝা যাবেনা। তবে নিউজটি করার দরকার নেই।

নিরঙ্কুশ বিজয়ে অভিনন্দন বিএনপি’র

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন-২০২১ বাংলাদেশ জাতীয়বাদী আইনজীবী ফোরামের নিরঙ্কুশ বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

শনিবার সকাল ১১ টার সময় কোর্ট মোড় এলাকায় আইনজীবী ভবনের ৩য় তলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২০ সালে নির্বাচিত

সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এ্যাড.ফরিদ উদ্দিন, জেলা বিএনপির সংগ্রামী সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।

আজ মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ মুক্ত দিবস

মেহেরপুর মুক্ত দিবস আজ। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর মেহেরপুর। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় একে একে ভেঙে যায় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের শক্তিশালী সামরিক বলয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে হানাদার বাহিনী গোপনে মেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনী মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা মিত্রবাহিনীর সাথে জয়ের উল্লাসে যোগ দেয়।

তথ্যমতে, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণের পর পাকবাহিনী মেহেরপুরকে টার্গেটে পরিণত করে। সে অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল দুপুরে হানাদার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে মেহেরপুর প্রবেশ করার সময় সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে নির্মম গণহত্যা চালায়। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত জনসাধারণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে পাকবাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ভিটিআই এবং কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলসহ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের দূর্গ গড়ে তোলে।

এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরের পাশে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা হাইস্কুলে পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। মে

মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোটা মেহেরপুর পাকবাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। জুন-জুলাই’র দিকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলারা মেহেরপুরে ফিরে সেতু কালভার্ট ধবংস এবং টেলিফোন সংযোগ বিছিন্ন করে মাইন পুতে রেখে পাকবাহিনীর যোগাযোগ এবং খাদ্য সরবরাহে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। প্রতিরোধের মুখে আগস্ট মাসের ২ ও ৩ তারিখে মুজিবনগরের মানিকনগর ক্যাম্প উঠিয়ে মোনাখালিতে এবং গাংনীর কাথুলি ক্যাম্প উঠিয়ে ভাটপাড়াতে স্থাপন করতে বাধ্য হয় পাকবাহিনী।

দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস ধরে পাকসেনারা রাজাকার ও পিস কমিটির সহায়তায় সাধারণ মানুষসহ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উপর নির্মম অত্যাচার নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালাতে থাকে। পাকসেনারা মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, ওয়াপদা মোড়, পিরোজপুর, কোলা, বুড়িপোতা, গোভীপুর, শলিকা, রাজাপুর ও বাড়িবাঁকা; গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া, ভাটপাড়া কুঠি, সাহেবনগর ও হিন্দা এবং মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বাগোয়ান ও রতনপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে নৃশংস গণহত্যা চালায়।

যেখানেই গণহত্যা হয়েছে সেখানেই বধ্যভূমি রয়েছে। তার মধ্যে মেহেরপুর কলেজের উত্তরে বিস্তৃত খোলা মাঠ ও কালাচাঁদপুর ঘাট এবং গাংনীর ভাটপাড়া কুঠি অন্যতম বধ্যভূমি। তিন মাস মেহেরপুর জেলার শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি এবং গাংনী উপজেলার গোয়ালগ্রাম, সাহেবনগর ও কাজিপুরসহ অন্তত ৫০টি স্থানে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেও কোনঠাসা হয়ে পড়ে পাকবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী মেহেরপুর শহরের আবু সুফিয়ান হাবু বলেন, যুদ্ধকালীন পাকহানাদার বাহিনী সাধারণ মানুষদের ধরে শহরের ভোকেশনাল ও সরকারি কলেজের পিছন এবং তাহের ক্লিনিকপাড়াসহ বিভিন্ন সেলে নিয়ে গিয়ে অসহ্য নির্যাতন চালাতো। ৫ ডিসেম্বর রাতে পাক হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার সময় মেহেরপুরের ওয়াপদা, সদর উপজেলার দ্বীনদত্ত ব্রিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করে যায়।

জেলা মুক্তিযোদ্ধার সংসদের সাংগঠনিক কমান্ডার আমিরুল ইসলাম বলেন, খলিসাকুন্ডি ব্রীজের কাছে আমরা এন্টি ট্যাংক মাইন পুতে একটি পাকিস্তানি গাড়ি উড়িয়ে দিই এবং সেই গাড়িতে ৭/৮জন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, এতে তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পলাশী পাড়া পাগলা সেতুর কাছে আমরা পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। এখানে আমি

সামান্য আহত হয় এবং অমার বুকে শেলের টুকরা লাগে। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর জেলা দখল মুক্ত হয়। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডার মতিয়ার রহমান বলেন, আমরা ৫২ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করতে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদীতে আক্রমণ করি। প্রতিরোধের মুখে চুয়াডাঙ্গার দিকে পালিয়ে যায় শত্রু সেনারা। ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর মুক্ত হয়। আমরা হুংকার দিয়ে মেহেরপুরে প্রবেশ করি। আকাশে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনন্দ করি। কিন্তু অসংখ্য বধ্যভূমি আর লাশ দেখে মেহেরপুরে প্রবেশ করার পর আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। তারপরও স্বাধীনতার সেই অপার আনন্দ স্মরণীয়।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, প্রতি বছর সারা দেশের বিভিন্ন এলাকা মুক্ত দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। আজ মেহেরপুরেও পালন হচ্ছে। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নে আমরা আজও এক্যবদ্ধ হতে পারিনি। একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সাম্য, মর্যাদা ও ন্যায্যতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গিকার ছিল তা আজও অধরাই থেকে গেছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের নির্লজ্জ আস্ফালন থেকে দেশকে বাচাঁতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার নিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকার প্রকাশক এম এ এস ইমন বলেন, ইতিহাসের পবিত্র ভূমি মেহেরপুর মুক্ত দিবস আজ। বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে মুক্ত হয়। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ট বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহীদদের। বর্তমান বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাক, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হোক। আজকের দিনে এটাই হোক আমাদের চাওয়া।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৭ কোটি মানুষকে

ঐক্যবদ্ধ করে এ দেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধরা ঝাপিয়ে পড়ে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের উপহার দেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দিকে দেশের বিভিন্ন জেলা শত্রু মুক্ত হওয়া শুরু হয়। তারই এক পর্যায়ে ৬ ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর শত্রু মুক্ত হয়। এই ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুরের ইতিহাসে একটি স্বর্ণজ্জল দিন।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। সকাল সাড়ে ৬টায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন থেকে বিজয় র্যালী বের করে মেহেরপুর কলেজ মোড় সংলগ্ম শহীদ স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হবে। পরে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, আজ রবিবার ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পাক হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে গেলে মিত্র বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী যৌথভাবে ঝিনাইদহ মুক্ত ঘোষণা করে।

পাক হানাদারবাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হলেও তাদের একটি গ্রুপ শৈলকুপা বাজারে অবস্থান করে। খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সাথে ২৬ ঘন্টা যুদ্ধ চলাকালে ৬০ রাজাকার ও ১৩ পাক আর্মি মারা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও মাহবুবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও হরিনাকুন্ডু থানার বিভিন্নএলাকা থেকে পাকবাহিনী ও তার দোসরা ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে পিছু হটতে শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী গভীর রাতে মহেশপুর ও খালিশপুরের মহাসড়ক ব্রীজ বারোমেসে ব্রীজ, বিষয়খালি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে ঝিনাইদহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর তৎকালিন মুজিববাহিনীর জোনাল লিডার মরহুম এ্যাডভোকেট আয়ুব হোসেন, আঞ্চলিক কমান্ডার জেডএম ফিরোজ, আব্দুর রহমান সুমন, থানা কমান্ডার আব্দুল হাই, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, মকবুল হোসেনসহ জেলার মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী সদস্যরা জেলা ও থানায় গুলিবর্ষণ করে আনন্দ উল্লাস করতে করতে থানা ও মহাকুমা সদরে প্রবেশ করে। সেই হিসেবে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহের মুক্তিযোদ্ধাদের

একটি স্মরনীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে সাবেক ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন জানান, দিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আজ থেকে শুরু হলো করোনা এন্টিজেন টেষ্ট

মেহেরপুরে করোনা রোগী শনাক্তের জন্য আজ থেকে শুরু হয়েছে র্যাপিড এন্টিজেন টেষ্ট। শনিবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুরসহ বাংলাদেশের ১০ জেলায় করোনা এন্টিজেন টেষ্টের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালিক। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে করোনা এন্টিজেন টেষ্ট। এই র্যাপিড এন্টিজেন কিট দিয়ে ৩০ মিনিটে করোনার ফলাফল পাওয়া যাবে বলে জানান হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল আলম। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ৫’শ টি কিট হাতে পেয়েছি। করোনা উপসর্গ নিয়ে যেসব রোগীরা হাসপাতালে আসবেন তাদের এই কিটের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হবে। তিনি আরও বলেন, যেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করোনা রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে সেজন্য পজিটিভ রোগীরা দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আসবে।
প্রথম দিনে ৩ জনকে এই এন্টিজেন কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। সবাই নেগেটিভ। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইউনিটের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২০ আয়োজন করা হয়।
শনিবার সকাল ৯:৩০ মিনিট এর সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের ভিতরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব গোলাম রসূল, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিট এর ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড.ইয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি খন্দকার একরামুল হক নির্বাহী সদস্য আশকার আলী, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান রিটন, এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং মেহেরপুর ইউনিটের সম্মানিত চেয়ারম্যান এ কে এম আতাউল হাকিম সহ বিভিন্ন সদস্য গণ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গাংনীর বামুন্দীর ঐতিহ্যবাহী পশু হাট বাচাঁতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রায় ২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন বামুন্দি পশু হাটের পরিবর্তে হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে নির্মিত খলিশাকুন্ডি কাতলামারী পশু হাট বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। শনিবার সকালে বামুন্দি বাজারে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

এসময় বক্তব্য রাখেন বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস,বাজার কমিটির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু সহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ। ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের নেতৃত্বে শনিবার সকালে একটি বিক্ষোভ র্যালী বামুন্দি বাজার থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে বামুন্দি বাজার বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, প্রায় ৩ কোটি টাকা সরকারি রাজ্স্ব দিয়ে বামুন্দি পশু হাট ক্রয় করে স্থানীয় ঠিকাদার নাসিরুদ্দিন। এর আগে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকায় পশু হাট সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ইজারা গ্রহন করতেন কুষ্টিয়া মিরপুরের প্রভাবশালী কামাল হোসেন। এবছর কামাল হোসেন ইজারা না পেয়ে বামুন্দি পশু হাটের পাশে কাতলামারী নামক স্থানে আরো একটি পশু হাটের সৃস্টি করে কামাল হোসেন ও তার লোকজন। এ নিয়ে কামাল হোসেনের হাট অবৈধ বলে ঘোষনা করে হাইকোর্ট। বামুন্দি পশু হাটের বিপরীতে আরো একটি হাট সৃস্টি করায় ২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বামুন্দি পশু হাট আজ ধংশের দারপ্রান্তে। স্থানীয়রা অবৈধ কাতলামারী পশুহাট বন্ধ করে বামুন্দি পশু হাট রক্ষার দাবী জানান।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদকের মৃত্যু

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা (১৮) নিহত হয়েছেন। একই সাথে এনামুল নামের আরও এক ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন। শনিবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সোহলে রানা পিরোজপুর গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে।

পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি সাকিবুর রহমান প্রতিক জানান, গত শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে মেহেরপুরের মহাজনপুর-গোপালপুর সড়কের একটি প্রাচির সাথে ধাক্কা মারে। এসময় সোহেল রানা ও আরেক ছাত্রলীগ কর্মী পিরোজপুর গ্রামের আসান আলীর ছেলে এনামুল গুরুতর জখম হয়। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহেল রানার উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।